গুণালোক প্রদা দোষপ্রদোষধ্বান্তচন্দ্রিকা।
রাজতে পত্রিকা নাম গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকা।।
—গিরীশবিদ্যারত্ন

নব পর্যায়

গ্রামবার্তাপ্রকাশিকা

৩য় বর্ষ ১ম সন্দর্ভ

সংকলন স্বপন পাণ্ডা

সর্ষের মধ্যে ভূত— বাপের পেটে পুত!

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেলবনি— ৩রা আষাঢ়- ডাকাতি ও ধর্ষণ, এগারোটি মামলার আসামী যুধি সর্দার অবশেষে ধরা পড়ল। পঞ্চায়েত প্রধান দুলাল পাত্রর গোয়ালঘর থেকে আজ ভোরে তাকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। পাত্র ভাঙবে, তবু মচকাবে না, তার সাফ কথা— ''গুয়ালে গাই-গরু কিছুই নেই, সব বিচে দিয়েছি। চাদ্দিকে জঙ্গল। দিনের বেলায়ই কেও যায় না তো রাত! যুদি-মুদি কাউকে কস্মিনকালে চিনিই না। সামনে পঞ্চাৎ ভোট— ওরা আমাকে ফাঁসাতে চাইছে। পুলিশের সাথে তো ওরাদের এখন মাগ-ভাতারি সম্পক্কো! দেখা যাক। এর জবাব আমি আর কি দেব, দেবে জনগণই''।

গোয়ালঘর থেকে পুলিশ কয়েকটি কাঁচি মদের বোতল, জ্যারিকেন, একটি পাইপগান, কয়েকটি ভোজালি, নগদ ১৩ হাজার টাকা আর কিছু সোনা - দানাও উদ্ধার করেছে। তাদের অনুমান, এখানে যুধির দু-চার জন সাগরেদও ছিল; পালের গোদাটিকেই শুধু কব্জায় পাওয়া গেল, চ্যালাগুলি হাপিস! —'দাগী অপুরাধীকে আশ্রয় দেবার জন্য দুলালকেও গ্রেপ্তার করতে হবে'— এই দাবিতে বিরোধীরা কাল নাকি থানা ঘেরাও করবেন।

জোনাল কমিটির নেতা বিমান মাইতি অবশ্য সব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন— 'বিগত ১৫ বছর ধরে দুলালবাবু মানুষের সেবা করে করে যাচ্ছেন— তিনি জনদরদী নেতা এবং ছাত্রদরদী শিক্ষক— প্রতি বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বিনা মুল্যে টেস্টপেপার দেন। তার পক্ষে একটা জঘন্য লোফারকে আশ্রয় দেওয়া— শুধু অসম্ভব নয়, অবান্তর। এগুলি পেটি পলিটিকস।' তিনি আরও ইঙ্গিত দিয়ে রাখলেন— দুলালকে গ্রেপ্তার করতে এলে জনগণ রক্তগঙ্গা বইয়ে দেবে কিন্তু!

চাল চালাকি

নিজস্ব প্রতিবেদন : মিড-ডে মিল চালু হয়ে ইস্কুলগুলিতে ভিড় বাড়ছে। রামা ঃ শ্যামাঃ যোদো - মোদো সব্বাই বাচ্চাদের দাখিল করেছে, কেন না— দু মুঠো ভাত তো পাবে। স্কুল বাড়িগুলি ভূত - পেত্নির আস্তানা বিশেষ। কোথাও বা ঘরবাড়ি কিসসু নেই— গাছতলাটি সার— সেথায় শিক্ষা, সেথায়ই সরকারি চাল ভিক্ষা। কম বয়েসি দিদিমণিরা তিড়িং তিড়িং লাফাচ্ছেন আর হাঁক পাড়ছেন— ল্যাক ল্যাক! লিখবে কেটায়? আনাজ কুটছে, সাদা সাদা মনোহর ডিম সেদ্ধ হচ্ছে, হাঁড়িতে বগবগিয়ে ফুটছে ভাত, — সেই দিকেই ড্যাব ড্যাব।

অনেক জায়গায় দেখা গেল ফি-হপ্তায় কাড়া - আঁকাড়া চাল ধরিয়ে দিচ্ছেন মাস্টাররা। চাল বিলোবার দিনটিতে ইস্কুল বেশ সরগরম। 'বাচ্চাদের চাল দেন কেন— রান্না করে হেডমাস্টার কামাখ্যাবাবু— 'আমরা কি বাজার সরকার না রাঁধুনী, চাকর না মাস্টার? জনগণনা করতে হবে, মাস্টারকে লাগাও, ভোটার লিস্টি বানাতে হবে, মাস্টারকে জুতে দাও, বাচ্চাদের না খেতে দিলে স্কুলে আসবে না, বাজার করো, চুলো কাটো, আনাজ কুটো, রাঁধবার লোক খোঁজো, নয় নিজে খুন্তি - হাতা নিয়ে কোমর কষে লেগে পড়। তা পড়াবটা কখন মশায়?'

তাঁর বক্তব্য, চাল দেবার পেছনে আসল কারণ— ইস্কুলে বারো জাতের ছেলে - পিলে আসে। বামুন - বদ্যি ঘরের গুটি কয় বাদ দিলে সবই চাষা; কিছু তাঁতী আর দুটি ডোমও আছে। এক পঙক্তিতে বসিয়ে খায়ালে ঝামেলা। পার্টি, পঞ্চায়েত, বিরোধী কেউই এ ব্যাপারে রা টি কাড়বে না। ওদের যে আবার ভোটের ভয় মহা ভয়। অগত্যা চালন — 'জাত - ভিকিরির দেশ মশায় — এডুকেশন কি গাছে ফলে'?

গ্লোবাল স্পেকেন ইংলিশ সেন্টার মাত্র
৩ মাসে সাহেবদের মতো ইং বলুন
চাকরি হবেই হবে
প্রো: খোকন দাস (ক্যাল) গোল্ড মেডাল
————
ভারত সেরা ইংলশি পেপারের নিয়মিত চিঠি
ছাপা হয় মোবাইল নং ৯৮৩৬৪৪১৭৪৫

একটি ভাগলপুরি গাই কিনুন ঘরে
বসে রোজগার করুন
প্রত্যহ ৫০০ মনে রাখবেন
————
বেকার ছেলের দুঃখ মা'ই বোঝে
ফোন ৯৮৭৪৪৩৭০৫৫

মহোৎসব থেকে মহাশ্মশান সর্বত্র
হরিনাম গাহিয়া থাকি
যোগাযোগ: রবি দাস কীর্তনীয়া
(অনন্ত দাসের সুযোগ্য পুত্র
————
যে-কোন শুভাশুভে
ফোন করুন ৯৪৩৬৫৫১০০

।। জীবন্ত খেজুর গাছ— বুজরুকি না বিজ্ঞান?।।

হাটগোলকপুর থেকে সারোয়ার হোসেনের আশ্চর্য প্রতিবেদন : একবিংশ শতাব্দীর বিস্ময়, জীবন্ত খেজুর গাছ! আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু সেই কত বছর আগেই প্রমাণ করে গেছেন— উদ্ভিদের দেহে প্রাণ আছে। কিন্তু গাছ কি নিজেই নাড়াচাড়া করতে পারে? লোকের

প্রত্যয় হয় না। হাটগোলকপুরের রফিক মিঞার ডোবার ধারের খেজুর গাছটি কিন্তু ঘন্টার পাক্কা ছ'ইঞ্চি ওঠে, আবার ফিরতি ঘন্টায় নেমে আসে ঠিক ছ'ইঞ্চি। গাছের এই নাড়াচাড়া প্রথম নজরে আসে সাকিনা বিবির। সে গাছের গুঁড়িটিতেই চেপে ছিপ ফেলছিল। জন্ম-ব্যাঁকা গাছের উলোঝুলো মাথাটি ছিল জলে ছোঁয়া। হঠাৎ দ্যাখে গাছটি যেন তাকে নিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে। গাছের জলে - ডোবা মাথাটি থেকে জল ঝরছে। খবর চাউর হয়ে যায় আগুনের পারা। পাঁচ গ্রাম থেকে খেত-জমিনের কাজ ফেলে লোকে ছুটে আসতে থাকে আর ফ্যালফ্যালিয়ে দ্যাখে এই অবাক কাণ্ড।

হাটুরে-মাঠুরে লোকজনদের মেলা দেখে চতুর রফিক সাকিনাকে বসিয়ে দেয় গাছের ধারে। ক'দিন ধরে ওরা বিস্তর চপ-বেগুনি ছাঁকছে আর টাকা কামাচ্ছে। কে একজন বলেছিল— চার আনা করে চিকিট করে দাও মিঞা— ঢের কামঅই! রফিক রাজি হয়নি। কারণ সে এক ধর্মপ্রাণ মুসলমান। তার কথাটি বেশ— 'সবই আল্লারসুলের কিরামতি, দেখুক না, সবাই দেখুক, টিকিট করলে খোদা আমায় সিদা দোজখের কাঁচি সড়ক দেখিয়ে দিবে।'

তবে লোকজনের ভিড়-ভাট্টা দেখে গাঁয়ের যুবকবৃন্দ স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে, লাইন ক'রে সুশৃঙ্খলভাবে লোক ঢোকাচ্ছেন, বার ক'রেও দিচ্ছেন। দু'একজন কলেজ পড়ুয়া ছেলে ছোকরা অবশ্য পুরো ব্যাপারটি 'বুজরুকি' ব'লে উড়িয়ে দিতে চাইছেন, কিন্তু এঁরা সংখ্যালঘু; তাছাড়া খেজুর গাছের নড়াচড়ার কারণও তাঁরা দেখাতে পারেননি। লোক্যাল কমিটির বিশিষ্ট নেতা ও জিলা পরিষদ মেম্বার দিলদার হোসেন সাহেব বৃকষিটি পরিদর্শন ক'রে বিস্মিত, তবে 'ইয়ের পিছনে সাইন্স আছে' বলেই তাঁর বিশ্বাস। তিনি রফিককে সতর্ক করে দেন— কোনো অবাঞ্ছিত ঘটনা যেন না ঘটে। বিশেষত, অনেকেই এখন জমি - জিরেতের কাজ ফেলে পুকুর ধারে, খেজুর গাছটির পাশটিতে চা-পান -বিড়ি, মুড়ি- ঘুগনি-ছোলাভাজা ইত্যাদির দোকান চাইছে এবং তা নিয়ে ছোটকাটো ক্যাচলা-ক্যাচালি এমন কি হাতাহাতিও লেগে যাচ্ছে। রফিককে টলানো যায় নি; তার এক জবান—'বাস্তুভিটার মধ্যিখান আমি অন্যেরে ব্যবসা করতে দুবনি। করবি তো ভিটার বাইরে যা গা, আপত্তি নেইক'।

———————————

আমার শুধু খবর ছাপাই না হৃদয় কাঁপাই *পড়ুন* সাপ্তাহিক *মুন্ডমালাঘাট নদীয়া

আশ্চর্য এই বৃক্ষের সংবাদ পেয়ে শহর থেকে বিজ্ঞান মঞ্চের ছেলে - মেয়েরা আসে; তারা মাটির নমুনা, জলের নমুনা ও বক্ষের উত্থান-পতনের চিত্র সংগ্রহ ক'রে ফিরে গেছে। আজ মৌলবি বসিরুদ্দি সাহেব তৃতীয়বার বৃক্ষটি পরিদর্শনপূর্বক, মাটির ডেলা সংগ্রহকরত মসজিদ প্রাঙ্গন থেকে ঘোষণা করবেন এ-অলীক বৃক্ষের কুদরতির কারণাকারণ।

।। ভুল সবই ভুল।।

বেলদার তারক জেনার ১৬ বছরের পলি ফলিডল খেয়ে আত্মঘাতী। জামুরিয়া মাধাই বিদ্যাপীঠের ক্লাশ নাইনের ছাত্রী এবারও ইংরেজিতে ফেল করায়, বাবা নাকি এক-আধটু বকা-ঝকা করে। অভিমানী মেয়ে চালের বাতায় গোঁজা ফলিডলের শিশির সবটুকু রাতের বেলায় গলায় ঢেলে নেয়; কেউ কিছু বুঝতেই পারেনি। পাড়া - পড়শিরা অবশ্য অন্য কথা বলছেন— পলিকে নাকি তারা কেউ কেউ একটি অচেনা ছেলের সাথে এগরার রাজশ্রী সিনেমা হলে ম্যাটিনি শোএ দেখেছে; সেই নিয়েই বাড়িতে অশান্তি। ফলিডল। বালিশের নিচে এক টুকরো কাগজে পলি লিখে গেছে 'ভুল সবই ভুল। আমার মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী'

পাম্প চুরি করল কে?

লল্লাটপুরে আরিফ মণ্ডলের ধান ক্ষেতের পাশের চালাঘর থেকে ক'দিন আগে পাম্পটি চুরি হয়ে গেল। গরিব চাষী, লোনের টাকায় এটি কিনে; এক ফসলিতে এবার বোরো বুয়ে, দু ফসলি তোলার খোয়াব তার চটকা মেরে গেল। একেবারে শিরে সর্পাঘাত। তার চাচাতো ভাই তকাহের, তাকেই আরিফের সন্দেহ। কাল দু'ভাইয়ের লাঠালাঠি পর্যন্ত হয়ে গেছে। তাহের জানিয়েছে, পাম্প চুরির রাতে সে গিয়েছিল পাঁচ কোষ দূরে তার মেয়ের বাড়ি শের খাঁ চকে।

পাঠকবার্তা

১. প্রিয় প্রকাশিকা সম্পাদক মহাশয়,

আপনার পত্রিকা মারফৎ জানাতে চাই যে, আমি এক হতদরিদ্র প্রাথমিক শিক্ষক। ৩৬ বৎসর যাবৎ একাদিক্রমে ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা উপেক্ষা করত কর্ম করে গেয়েছি। আমি, বংশীধরপুর ভীমচরণ বিদ্যালয় থেকে অবসর গ্রহণ করি ২০০২ সনে। সাত বৎসর অতিক্রান্ত, পেন্সন এখনও এল না। ছেলে দুটি বেকার; যৎসামান্য কৃষিজমি, ছেলেরা জমির দিকে ফিরেও তাকায় না। কোনক্রমে মেয়েটিকে প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের কৃপায় পাত্রস্থ করেছি। দ্রব্যমূল্য অগ্নিশিখা। এমতাবস্থায় আমি সংসার প্রতিপালন ও সামাজিকতায় ক্রমশ অক্ষম।

পরিতাপের বিষয় এই যে, আমার সহকর্মী চতুরানন মিশ্র পরে রিটায়ার করেও পেয়ে গেল, আমি যে তিমিরে সে তিমিরে। সে কেন পেল, সবাই অবগত আছেন। ঈর্ষ্যা করি না। সবার মঙ্গল হোক, আমারও যে অমঙ্গল না হয়।

পত্রটি প্রকাশিত হলে বাধিত হব, তবে সুবিচার কি পাব?

সীতাংশু করুণ

কড়িদহ

২.প্রীতিভাজন ফকিরবাবু,

গত সংখ্যার প্রকাশিকায় আপনার সম্পাদকীয়টি পাঠ করে খুব চৈতন্য হল। আপনি ঠিকই লিখেছেন— 'ভোগবাদের ধূম্রজালে

আজ আমাদের বিবেক বিকলাঙ্গ।' কিন্তু এর প্রতিকার কি ভাবে হবে তার পথনির্দেশ দেন নি। ভোগ ছাড়া কি ত্যাগ হয়— স্বামীজীর এই কথাটি আমার বড় ভালো লাগে। এ বিষয়ে আরও আলোচনা চাই।

বরেন্দ্রনাথ সাহা
জামুরিয়া

৩. গ্রামবার্তা প্রকাশিকা সম্পাদক সমীপেষু,

বারংবার আবেদন নিবেদন সত্ত্বেও আমাদের গ্রামে আজো বিদ্যুৎ এল না। পাশের গ্রামে টিভি চলছে, পাম্প চলছে, দো - ফসলি হচ্ছে — আর আমরা আঙুল চুষছি। একবার আমাদের এখানে সন্ধ্যানাগাদ ঘুরে গেলে দেখবেন, ছেলে - ছোকরারা লম্ফ জ্বেলে তাস পিটছে, জুয়া খেলছে, নেশার জিনিষের অভাব নেই। একটা লাইব্রেরি অনেক কষ্টে দাঁড় করানো গেল তো বই নেই, বাতি নেই। নাইট স্কুলের লণ্ঠনগুলি সব কে কোথায় জ্বেলে বসে আছে জানি, বলবার সাহস নেই। ধোপা-নাপিত, জন-মজুর বন্ধ হয়ে যাবে।

এইটুকু যে লিখলাম তাই অনেক। আশা করি প্রকাশিত হবে।

বিনয় সামন্ত
নোনাচাপড়া

———————————————————————————————————

'...স্থানে স্থানে নানা প্রকার বাঙ্গালা পাঠশালা ও নর্ম্মাল বিদ্যালয় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে যাঁহারা শিক্ষা করিতেছেন, কেবল শিক্ষকতা কার্য্য ব্যতীত তাহাদিগের ভাগ্যে কোন কার্য্যলব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই, ইহাতে কেহ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিতে যত্ন করেন না।...আধিকাংশ লোকই কেবল অর্থ লালসায় ইংরাজি অধ্যায়ন করিতেছেন। ...চৎসামান্য ইংরাজি জানিলেও লোকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেন। এই অর্থ প্রলোভনই এ দেশের ইংরাজি ভাষার বহুল প্রচারের কারণ।" (১২৭৬ অগ্রহায়ণ/ ১৮৬৯ ডিসেম্বর -এর 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' হইতে সংকলিত।

সম্পাদকীয়

বিগত সন্দর্ভে প্রীত হইয়া অন্তত ত্রিশ ব্যক্তি পত্র দিয়াছেন; স্থানভাবে মাত্র একটি ছাপিলাম। সময়ান্তরে বাকিগুলি ছাপিবার আশা রাখি। অন্য দুইটি পত্র জরুরি বিধায় প্রকাশ করিলাম। পাঠকবর্গ দিন দিন সচেতন ও জাগ্রত - বিবেক হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া ভরসা হয়। আজ এই পোড়া দেশে ইহারই একান্ত অভাব। প্রাণ কাঁদে। পরমুখাপেক্ষী না হইয়া াপন আপন চেতনার ডাকে জাগরূপ থাকুন। কোন দল, উপদল ববা নেতা-নেত্রীদিগের পক্ষপুটে আপন মস্তক গচ্ছিত রাখিবেন না। দেখিবেন, প্রতিবাদের ভৈরবী নির্ঘোষে উহারা শৃগালের ন্যায় পলায়ন করিবে; নচেৎ আমরাই শৃগালবৎ আচরণ করিতে থাকিব। কবি বলিয়াছেন— 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ'। হায় মানুষ কোথায়? আশা করি আমাদের কীটদষ্ট বিবেক ও মেষত্ব একদিন ঘুচিবেই ঘুটিবে— তা নহিলে আর প্রকাশিকা কেন? তবে কতদিন চালাইতে পারিব জানি না; পাঠকই সহায়। তাঁহারই রাখিবেন নয় উঠাইয়া দিব। আহা আজ যদি হরিনাথ তাকিতেন!

।। তব সুধারসধারা।।

''এক মা'র পাঁচ ছেলে। বাড়িতে মাছ এসেছে।
মা মাছের নানারকম ব্যঞ্জন করেছেন— যার যা পেটে সয়।
কারও জন্য মাছের পোলোয়া, কারও জন্য মাছের অম্বল,
মাছের চড়চড়ি, মাছ ভাঝা, এই সব ক'রেছেন, যেটি যার ভালো লাগে।
যেটি যার পেটে সয়— ভুঝলে?'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা * সম্পাদক ও স্বতাধিকারী — ফকিরচাঁদ কর